



## ইসলামী জঙ্গী নিজামীর এক মুখে দুই কথা!

জনকণ্ঠ

৩০ জানুয়ারি ২০০৬ ইংরেজী

বিশেষ সংবাদদাতা॥ ইসলামের নামে জঙ্গীরা যে জামায়াতেরই অপছায়া তা আরেকবার প্রমাণিত হলো স্বয়ং মাওলানা নিজামীর কথাতেই। জঙ্গীদের হয়ে তিনি বলেছেন, “জেএমবি তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। ইসলামের নামে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করা এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করার জন্য তারা ক্ষমাও চেয়েছে”।

কথাগুলোর শ্রোতা আর কেউ নয় খ্রিস্টিনা রোকা, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী। দু’দিন ঢাকা সফর করে তিনি শুক্রবার ফিরে গেছেন।

জামায়াতীদের সঙ্গে সেদিন সকালে তাঁর যে বৈঠক হয়েছিল, নিজামী সেখানেই এ কথাগুলো তাঁকে বলেছেন। সাংবাদিকদের কাছে সে কথাগুলো প্রকাশ করেছেন খ্রিস্টিনা রোকা।

মাওলানা নিজামী নিহায়ত সহজসরল এক মানুষ নয় যে, কথায় কথায় বলে ফেলেছেন। জঙ্গীদের সম্পর্কে এ দু’টি বাক্য যে ‘মেসেজ টা’ খ্রিস্টিনাকে দেয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম সাধারণ যে কেউই। প্রথমত জঙ্গীদের মুখপাত্রের ভূমিকা নিজামী পালন করেছেন। দ্বিতীয়ত জঙ্গীদের সঙ্গে জামায়াতের কানেকশন যে রয়েছে তা প্রমাণ করেছেন। অর্থাৎ জঙ্গীরা জামায়াতেরই আরেকটি গোপন শাখা সংগঠন। তৃতীয়ত জোট সরকারের শরীক হয়ে জামায়াতই জঙ্গীদের উত্থানে ‘প্রটেকশন’ দিয়ে যাচ্ছে।

জঙ্গীদের ব্যাপারে যে যুক্তরাষ্ট্র খুবই উদ্বিগ্ন এবং সন্দেহের তীরে যে জামায়াতীদের দিকেই তার স্পষ্ট প্রমাণ জামায়াত নেতাদের সঙ্গে খ্রিস্টিনার অঘোষিত বৈঠক। বৈঠকের ব্যাপারে জামায়াতীরাই যা বলেছেন তাতে বোঝা যায়, আগামী নির্বাচনের চেয়ে ইসলামী জঙ্গী ইস্যুটিই প্রাধান্য পায়। সাংবাদিকদেরও খ্রিস্টিনা জানান, নিজামীদের কাছে তিনি জঙ্গীদের সঙ্গে জামায়াতের সংশ্লিষ্টতার কথা জানতে চেয়েছেন। জঙ্গীদের সঙ্গে জামায়াতের কোন সম্পর্ক নেই ও সম্পর্ক থাকার অভিযোগ ভুল বলে নিজামী তাঁকে জানিয়েছেন। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এমন এক জামায়াত নেতা বার্তা সংস্থাকেও ফোনে জানান, জেএমবি প্রধান শায়খ আবদুর রহমান ও জেএমজেবি প্রধান বাংলাভাই সম্পর্কে খ্রিস্টিনা রোকা তাদের কাছে জানতে চেয়েছেন। জঙ্গীদের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে জামায়াতীরা যা-ই বলুক, যানু কূটনৈতিক রোকা কিন্তু সাংবাদিকদের কূটনীতির ভাষাতেই জানিয়ে গেছেন, নিজামীদের কথা থেকে কি ধারণা নিয়ে তিনি দেশে ফিরেছেন।

পর্যবেক্ষকরা বলেন যে, ইসলামের নামে বোমাবাজি ও আত্মঘাতী মানববোমা বুমেরাং হয়ে জামায়াতের দিকেই ফিরে আসবে এটা তারা ভাবতেই পারেনি। আফগান স্টাইলে ইসলামের নামে দেশকে কজা করার জন্য জামায়াতীরা বছরের পর বছর ধরে গোপনে যে সশস্ত্র প্রস্তুতি নিয়েছিল, একান্তরের মতো তাও তাদের হীন চক্রান্ত, তা প্রমাণ হয়ে যায়, আত্মঘাতীদের যখন জনগণ ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। তখনই জঙ্গী ইস্যুতে জামায়াত দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করে, কিন্তু তা ‘আজ্ঞে আমি কলা খাই না’র মতো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

দ্বিমুখী নীতি হচ্ছে— ১. বাইরে জঙ্গীদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা অস্বীকার করা আর ২. ভেতরে ভেতরে জঙ্গীদের লালন ও প্রটেকশন দেয়া। বাইরে জঙ্গী তৎপরতার সঙ্গে সম্পর্কের কথা অস্বীকার করে জামায়াত চায় বিএনপির সঙ্গে জোট রক্ষা করতে ও সরকার থেকে জঙ্গীদের প্রটেকশন দিতে। এ মিথ্যাচার ও ভণ্ডামির রাজনীতি জনগণের কাছে ধরা পড়ে গেছে যা জামায়াতও জানে।

খ্রিস্টিনাকে যে নিজামী জঙ্গীরা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে বলে জানিয়েছেন সে নিজামীই মাত্র ৪০ দিন আগে, ১৮ ডিসেম্বর প্রেসক্লাবে স্থপতিদের এক অনুষ্ঠানে জেএমবির মিলিটারি কমান্ডার আতাউর রহমান সানির স্বীকারোক্তি, অনুতাপ ও অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে বলেছেন, “যার (সানি) কথায় মানুষ জীবন দেয়, মাত্র ৫ মিনিটের জিজ্ঞাসাবাদে সে বলে দিল, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।” তাঁর মন্তব্য ছিল — “সানির এ জবানবন্দী জনমনে প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে।”

আবার সে নিজামীই জঙ্গীদের সম্পর্কে খ্রিস্টিনাকে বললেন, “জেএমবি তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। ইসলামের নামে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করা এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করার জন্য তারা ক্ষমাও চেয়েছে”।

নিজামীর এ দু’ মুখে কথাতে বিস্ময় জাগলেও তা সত্য। শুধু তাই নয়, প্রেসক্লাবে সে দিন নিজামী হুঙ্কার ছেড়ে বলেছিলেন, ‘দেশে কোন ইসলামী জঙ্গী নেই’। তাই প্রশ্ন জাগে— জঙ্গীদের নামে তারা কে? ধরা পড়লে পুলিশের কাছে তারা তো জামায়াতের কথাই বলে। তারপরও তারা জামায়াতী নয়? তাই দেশে কি ইসলামী জঙ্গী নেই?

তাই জামায়াতীরা ইসলামের নামে বোমাবাজির সঙ্গে আওয়ামী লীগকে দায়ী করতে চায় যা আওয়ামী বিরোধীদের চোখেও তাদের একটি হাস্যকর অপপ্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। জঙ্গীরা যদি আওয়ামী লীগেরই হয়, তাহলে তাদের হয়ে কেন অনুতাপ ও ক্ষমা চাওয়ার কথা নিজামী বললেন রোকাকে?

পর্যবেক্ষকরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছেন, যারা একান্তরে জামায়াতীদের সশস্ত্র ও নির্মম বিরোধিতাকে ধ্বংস করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনেছে, তাদের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে বেশি উদ্বিগ্ন জামায়াত! জামায়াত কি ভুলে গেছে তাদের হাতে নিহত কত নারী-পুরুষ-শিশুর আত্মদানের মাধ্যমে স্বাধীনতা এসেছে? আর স্বাধীনতাকামীদের সঙ্গে একান্তরে জামায়াত কি আচরণ করেছে? জামায়াতের মুখে ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব’ কথাটি রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠ কৌতুক ছাড়া আর কিছু নয়। একান্তরে জঘন্য ও নির্মম ভূমিকার জন্য জামায়াতকে চিরকাল নির্লজ্জ মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি করেই টিকে থাকতে হবে। এটা ইতিহাসের অমোঘ বিধান জামায়াতের জন্য।